Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue:76
October-December 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-11.08
Published: 2024-01.11

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v19i76.259

Commodity Price Control : An Examination from Islamic Legal Perspective

Muḥammad Alauddin Chowdhury*

Abstract

The protection of human resources is one of the five fundamental objectives that Islamic Shari'ah has taken into consideration. Controlling prices is a crucial component in safeguarding human resources since the rise in commodities costs has an adverse effect on the civic lives of the people. Although the Islamic Shari'ah has recognized the ownership of individuals and provided the opportunity to earn profit, it has also permitted price control measures for the sake of collective welfare. Regarding price regulation, divergent views are noted among the jurists. The author, in this paper, has explicated the issue from the perspective of Islamic Law. The write up was produced using both descriptive and analytical research methodologies. The article demonstrates that the state reserves the authority to regulate the price of commodities under certain circumstances to ensure greater public welfare. The author argues that if the price is effectively regulated, there will be relief in public life.

Keywords: Pricing, Businessman, State, Fiqh, Public Interest

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ : একটি ফিকহী পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

ইসলামী শরীয়ত যে পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় এনে তা সংরক্ষণের সর্বোচ্চ তাগিদ দিয়েছে তন্মধ্যে মানুষের সম্পদের সুরক্ষা অন্যতম। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ মানুষের সম্পদ সুরক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি জনগণের নাগরিক জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ইসলামী শরীয়ত লেনদেনে একদিকে যেমন ব্যক্তির স্বাধীন মালিকানা স্বীকার করে মুনাফা অর্জনের সুযোগ প্রদান করেছে, অন্যদিকে তেমন অবস্থাভেদে সামষ্টিক কল্যাণের নিমিত্তে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অনুমোদন দিয়েছে। ফকীহদের মধ্যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

* Muḥammad Alauddin Chowdhury is a Lecture of Department of Islamic Studies, University of Chittagong, Email.: alachy86@gmail.com

প্রসঙ্গে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধটি ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (descriptive method) ও বিশ্লেষণাত্মক (analytical method) গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করার জন্য রাষ্ট্র দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং কার্যকর পন্থায় এ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে জনজীবনে স্বস্তি নেমে আসবে।

মূলশব্দ: মূল্যনির্ধারণ, ব্যবসায়ী, রাষ্ট্র, ফিকহ, জনস্বার্থ

ভূমিকা

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য মানুষকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মানুষ সম্পদে তার সাময়িক মালিকানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাণিজ্য করার সুবিধা পেলেও তাকে কিছু নীতিমালা বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হয়, যেমন: অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়, বল্গাহীন অবাধ ব্যক্তিমালিকানা, সুদ, জুয়া, লটারী, ঘুষ, চুরি, রাহাজানি, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, একচেটিয়া মজুদদারি, গুদামজাতকরণ, ভেজাল, শোষণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন করা শরীয়তে অনুমোদনযোগ্য নয়। এ ধরনের জুলুম ও সীমালংঘন অপনোদনে ফকীহগণ শরীয়তের আলোকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন এবং যুগোপযোগী মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রাত্যাহিক জীবনের আর্থিক লেনদেনে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণের শরয়ী বৈধতা ও তার সীমারেখা ইত্যাদি সম্পর্কে ফকীহদের পর্যালোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি যৌক্তিক বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা হলো।

মূল্যনিয়ন্ত্রণ পরিচিতি

সাধারণত মূল্য বলতে আমরা বুঝি, একটি পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য ধার্যকৃত অর্থের পরিমাণ। অন্যভাবে বলা যায়, একজন ভোক্তা একটি পণ্য ভোগের মাধ্যমে বা কোনো সেবা গ্রহণের মাধ্যমে যে সুবিধা পায় এবং তার বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পণ্য উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে হয় তাকে মূল্য বলে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে। এই নির্ধারিত মূল্যে পণ্যক্রয় যখন কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে অথবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি অন্যায্য মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে পণ্যের অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে, তখন রাষ্ট্র জনস্বার্থে ন্যায্য মূল্যে পণ্যলাভ নিশ্চিত করার জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণপূর্বক বহুমুখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একেই অর্থনীতির ভাষায় মূল্যনিয়ন্ত্রণ বলা হয়।

আল্লামা শাওকানী রহ. বলেন,

هو أن يأمر السلطان - أو نائبه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرا- أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا, فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان, لمصلحة

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল, রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার প্রতিনিধি অথবা মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ীদের এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করবেন যে, ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য সরকার নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট মূল্যের বাইরে বিক্রি করতে পারবে না। সুতরাং ব্যবসায়ীরা জনকল্যাণ বিবেচনার নিমিত্তে সেই নির্ধারিত মূল্যের কম বা বেশিতে পণ্য বিক্রি করা থেকে বিরত থাকবে (Al Shawkānī 1973, 5/335)।

উল্লেখ্য, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কর্তাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এর দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতা কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং এ ব্যাপারে দায়িত্বশীলরা সর্বোচ্চ সততা বজায় রেখে শতভাগ প্রভাবমুক্ত হয়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করবেন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ

বাজারে যখন দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় যোগান কমে যায় তখন মূল্য বৃদ্ধি পায়। ইসলামের অর্থনীতির আলোকে চাহিদার তুলনায় যোগান কমে যাওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে। যথা:

ক. আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা বা শাস্তি

খ. ব্যবসায়ীদের কারসাজি।

ক. পরীক্ষা বা শাস্তি

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করার পর পৃথিবীতে তার জীবিকার ব্যবস্থাপনা তিনি নিজেই করেছেন (Al Qur'ān, 11: 6)। মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করবে তখন তাঁর পক্ষ থেকে বরকতের সকল দ্বার উন্মোচিত করে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾

কোনো জনপদের মানুষ যখন ঈমান গ্রহণ করবে এবং তাক্বওয়া অর্জন করবে আমি অবশ্যই আসমান-জমিনের সকল বরকত তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবো। (Al Qur'ān, 7: 96)

পক্ষান্তরে তারা যদি নাফরমানি করে তখন তিনি দুর্ভিক্ষ, বাজারের দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ হ্রাসসহ বিভিন্ন শাস্তি দিয়ে তাদের সুপথে ফিরে আনার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। (Al Qur'ān, 30: 41)

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে,

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ

কোন জাতির মধ্যে যখন ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন তারা দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়। (Al Qurṭubī 1372H, 18/235)

আবার কখনো বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্যও দ্রব্য সরবরাহ অপর্যাপ্ত করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَ بَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

এবং আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আপনি শুভসংবাদ দিন ধৈর্যশীলগণকে। (Al Qur'ān, 2:155)

কোনো কোনো সময় পরীক্ষা বা শাস্তির উদ্দেশ্যেও মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমগ্রী সরবরাহ অপর্যাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে মানুষের দু'আ-ইস্তিগফার করা ছাড়া করণীয় কিছু থাকে না। এ অবস্থায় নিম্নোক্ত হাদীসের নির্দেশনা স্মর্তব্য, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মূল্য নির্ধারণ করে দিন। উত্তরে তিনি ﷺ বললেন,

بَلْ أَدْعُوْ

বরং আমি আল্লাহর নিকট দুআ করব। (Abū Dāwūd 2009, 3450)

আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের ৮ম বর্ষে মদীনায় দ্রব্যমূল্য চড়া হয়ে যায়। এর প্রেক্ষিতে জনগণ তাঁর কাছে এসে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের আবেদন জানালে তিনি ﷺ অন্যের প্রতি জুলুমের কারণে তা অনুচিত বলে জানান।

সাইয়িদুনা আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি রা. বলেন,

غلا السعر على عهد رسول الله - ﷺ- فقالوا: يا رسول الله, سعر لنا, فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق, وإني لأرجو أن ألقى ربى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে একবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। অত:পর সাহাবীগণ আল্লাহর রাসূল ﷺ কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করুন। তখন তিনি ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ দ্রব্যমূল্যের গতি নির্ধারণকারী, তিনিই একমাত্র সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী আর তিনিই রিযিকদাতা। আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই, যেন তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে তার জান ও মালের ব্যাপারে জুলুমের অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে। (Abū Dāwūd 2009, 3451)

হাদীসের ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তখন দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহ কমে যাওয়া কিংবা মূল্যস্ফীতি কোনো ব্যবসায়ীর কারসাজিতে হয়নি। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। তাই এ থেকে পরিত্রাণের উপায় ইস্তিগফার ও দুআ, যা কবুল হলে বাজারে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক হবে এবং দ্রব্যমূল্য কমে যাবে মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে।

খ. ব্যবসায়ীদের কারসাজি

ব্যবসায়ীদের অশুভ তৎপরতার কারণেও দ্রব্যমূল্য বাড়তে পারে। নিম্নে তাদের কয়েকটি অপতৎপরতা উল্লেখ করা হলো-

ক. মজুদদারি

মজুদদারির আরবী শব্দ 'ইহতিকার' (الاحتكار)। ইহতিকার বলা হয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য আটক রাখা, অথবা খাদ্যশস্য ক্রয় করে চল্লিশ দিন আটক রাখা (Ibn Ḥanbal ND, 2165)। এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ هُوَ الَّذِيْ يَعْمِدُ إِلَى شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الطَّعَامِ فَيَحْبِسُهُ عَنْهُمْ وَيُرِيْدُ إِغْلَاءَهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ ظَالِمٌ لِلْخَلْقِ الْمُشْتَرِيْنَ

মজুদদার মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে মজুদ করে রাখে এবং তাদের নিকট চড়া দামে বিক্রি করতে চায়। ক্রেতা সাধারণের উপর সে জুলুমকারী (Ibn Taimiyya 1426H, 8/520)।

ইমাম মালিক রহ. এর মতানুসারে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য জমা রাখা ইহতিকারের মধ্যে পড়বে না (Al Bājī ND, 5/15)। আবার মজুদ করার কারণে বাজার ব্যবস্থায় তার কোন প্রভাব না পড়লেও তা নিষিদ্ধ হবে না (Ibn Qudāmah1405H, 4/154)। অনুরূপ কেউ যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে নিছক পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এক বা দু'বছর কোন খাদ্য মজুদ রাখে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ পরিবারের জন্য এক বছর খাবার মজুদ রেখেছিলেন মর্মে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে (Al Buhūtī 1402H, 3/187)। ইসলামে এ মজুদদারি জঘন্য পাপ বা কবীরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ

পাপিষ্ট ব্যতীত কেউ মজুতদারি করে না। (Muslim ND, 3/1228, 1605)

তিনি ﷺ আরো ইরশাদ করেন,

من احتكر طعامًا أربعين ليلةً فقد برئ من اللهِ وبرئ اللهُ منه

যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত পর্যন্ত খাদ্য দ্রব্য মজুদ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। (Ibn Taimiyya ND, 28/75)

হাদীসের অন্যান্য ভাষ্যে মজুদদার বিভ্রান্ত, (Ibn Mājah 1418H, 143, 2145) অভিশপ্ত, (Al Dārimī ND, 2433) দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত (Ibn Mājah 1418H, 2146) ও তার ইবাদত কবুল হবে না (Ibn 'Ābidīn 1405H, 4/154) মর্মে বর্ণিত আছে।

খ. তালাক্কী

গ্রাম-গঞ্জ থেকে কৃষকরা পণ্যসামগ্রী নিয়ে শহরে বাজারে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদের থেকে পাইকারীভাবে সব সামগ্রী খরিদ করে নেয়াকে তালাক্কী বলে। তালাক্কীর কারণে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরা কৃষককে

বাজারে আসার সুযোগ না দিয়ে এবং পণ্যের বাজারমূল্য সম্পর্কে তাদেরকে অন্ধকারে রেখে কম দামে পণ্যসামগ্রী কিনে নেয় এবং সকল পণ্য কব্জায় নিয়ে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব সৃষ্টি করে। মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে গ্রামের কৃষকরা পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না। তারা পরিকল্পিতভাবে কৃষকদের জিম্মি করে কম মূল্যে পণ্য হাতিয়ে নেয়। ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদন খরচ তুলতেই কৃষকদের হিমশিম খেতে হয়। পরবর্তীতে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরা স্বল্প মূল্যে কেনা এসব পণ্যসামগ্রী চড়া মূল্যে জনগণের কাছে বিক্রি করে মোটা অংকের মুনাফা অর্জন করে। ফলে গ্রামের কৃষক ও শহরের জনসাধারণ উভয়ে অসাধু মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। এ কারণে তালাক্কী ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لاَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ

তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না (Al Bukhārī 1407H, 2150)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِى مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوْقُ الطَّعَام

আমরা ব্যবসায়ী দলের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের নিকট থেকে খাদ্য ক্রয় করতাম। নবী করীম ﷺ খাদ্যের বাজারে পৌঁছানোর পূর্বে আমাদের তা ক্রয় করতে নিষেধ করলেন (Al Bukhārī 1407H, 2166)।

অবশ্য গ্রামের কৃষকগণ যদি প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তারা যথাযথ দাম পেয়ে যায় এবং বাজারেও যদি এ কারণে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয় তাহলে এ পদ্ধতি বৈধ (Al Buhūtī 1402H, 3/187)।

গ. নাজাশ

নাজাশ এর মূল অর্থ কোন জিনিসের অতিরিক্ত প্রশংসা করা। অর্থাৎ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও জনগণকে প্ররোচিত করে দাম বাড়ানো। নাজাশ এর সংজ্ঞায় তাকী উসমানী বলেন,

هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة لا لرغبة شرائها, بل ليخدع غيره ليزيد و يشتريها

কোন ব্যক্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্য নয়; বরং অপরকে প্রতারিত করার জন্য এবং অধিক মূল্যে ক্রয়ে প্ররোচিত করার জন্য গ্রাহক সেজে দ্রব্যের চড়া মূল্য দেয়ার প্রস্তাব করাকে নাজাশ বলে। (Uthmānī 1992, 1/330)

এবিএম হোসাইন বলেন,

Najash means to offer a high price for something without having the intention to buy it but just to cheat somebody else who really wants to buy it.

কোনো পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছায় নয়; বরং প্রকৃত ক্রেতাকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে পণ্যের উচ্চদাম হাঁকা হল নাজাশ। (Hossain 1983, NP)

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোনো গ্রামের কৃষক পণ্যসামগ্রী নিয়ে বাজারে আসার পর দালাল বলল, তোমার পণ্য আমি বিক্রি করে দিব। কারণ আমি শহরের বাজার সম্পর্কে বেশি অবগত। দালাল অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রি করে নিজে লাভবান হয় এবং কৃষক ও ভোক্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এতে ভোক্তা সাধারণ যেমন স্বল্প দামে পণ্য কেনার সুযোগ হারায় তেমনি কৃষকও ন্যায্য মূল্য পায় না। এ জাতীয় দালালীর কারণে দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

তোমরা মানুষের লেনদেনকে স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা তাদের একজনকে অন্য জনের মাধ্যমে রিজিক দান করেন। (Muslim ND, 1522)

বাজার ব্যবস্থাপনায় দালালী প্রথা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এ কারণে ইসলামে দালালী প্রথা নিষিদ্ধ। ইবনু হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

وَأطلق بنُ أَبِي أَوْفَى عَلَى مَنْ أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ أَنَّهُ نَاجِشٌ لِمُشَارَكَتِهِ لِمَنْ يَزِيْدُ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فِيْ غُرُوْرِ الْغَيْرِ فَاشْتَرَكَا فِي الْحُكْمِ لِذَلِكَ وَكَوْنُهُ اَكِلَ رِبًا بِهَذَا التَّفْسِيْرِ

যে ব্যক্তি ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ক্রয় করেছি বলবে, ইবনু আবূ আওফা রা. তাকে 'নাজিশ' বলেছেন। এক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য রাখে যে অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্য পণ্যের বেশি দাম হাঁকে, অথচ তা কেনার ইচ্ছা তার নেই। এজন্য হুকুমের ক্ষেত্রে তারা উভয়েই সমান। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'নাজিশ' (দালাল) সুদখোর। (Al 'Asqalānī 1421, 449-450)

এটা এক ধরনের প্রতারণা। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। শায়খ আল উসায়মীন রহ. বলেন,

و النجش محرم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عنه فقال: لا تناجشوا و لأنه يورث العداوة و البغضاء بين المسلمين؛ لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه، ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ، فيحصل بينه و بين المشتري عداوة أيضاً

'নাজাশ' হারাম। কেননা নবী করীম ﷺ এ থেকে নিষেধ করে বলেছেন, 'তোমরা দালালী করো না'। এটি নিষিদ্ধ হওয়ার আরেকটি কারণ হল, তা মুসলমানদের মাঝে ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন করে। কারণ যখন জানা যাবে যে, ক্রেতাদের ক্ষতি সাধন করার জন্য এই ব্যক্তি দালালী করে তখন তারা তাকে অপছন্দ ও ঘৃণা করবে। অতঃপর ধোঁকা দেয়ার ক্ষেত্রে বিক্রয় ভঙ্গ করার সময় হয়ত বিক্রেতা তাতে সম্মত হবে না। তখন বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝেও শত্রুতার সৃষ্টি হবে (Ibn Al 'Uthaimīn 1433H, 8/300)।

ঘ. সিন্ডিকেট বাণিজ্য

অনেকসময় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য সিন্ডিকেট বাণিজ্য করে থাকে। তারা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেয়। অতঃপর

পারস্পরিক যোগসাজশে পরিকল্পিত পন্থায় বাজারে সেই পণ্যের প্রবাহ কমিয়ে দেয়। চাহিদার তুলনায় যোগান ঘাটতির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। এই সুযোগে জনসাধারণের কাছ থেকে তারা অন্যায্য মুনাফা হাতিয়ে নেয়। ফলে জনসাধারণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনস্বার্থ বিরুদ্ধ এ সিন্ডিকেট বাণিজ্য ইসলামে অনুমোদিত নয়। কারণ ইসলাম অবৈধ কাজে সব ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَ ٱلتَّقۡوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে। পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না (Al Qur'ān, 5: 2)।

অনৈতিক সিন্ডিকেট বাণিজ্যের ফলে মানুষকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে হয়। ফলে জনগণ বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এটি জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া জুলুম (Al Kasānī 1424H, 5/129)। আর জুলুম ইসলামে নিষিদ্ধ।

ঙ. পরিবহন চাঁদাবাজি

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ চাঁদাবাজি। চাঁদাবাজরা ভয়ভীতি দেখিয়ে শিল্পমালিক, উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে। বিশেষত পণ্যবাহী পরিবহন থেকে দুর্বৃত্তরা মোটা অংকের চাঁদাবাজি করে। বিভিন্ন কারখানায় কাঁচামাল আনার জন্য পথে পথে ব্যবসায়ীরা পরিবহন চাঁদাবাজির সম্মুখীন হয়। আবার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে অন্যত্র নেয়ার সময়ও ব্যবসায়ীদের মোটা অংকের চাঁদা প্রদান করতে হয়। ব্যবসায়ীরা চাঁদাবাজির এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। তদুপরি তারাও চাঁদাবাজির অজুহাতে পণ্যের যথেচ্ছ দাম বাড়িয়ে অতিরিক্ত মুনাফা লুটে নেয় (Prothom alo, May 10, 2019)। চাঁদাবাজি ও স্বেচ্ছাচারিতায় খরচের এই বাড়তি বোঝা চাপে ভোক্তা-ক্রেতা সাধারণের উপর।

ইসলামের দৃষ্টিতে চাঁদাবাজি গর্হিত একটি অপরাধ। ডাকাতি ও দস্যুতার সঙ্গে এটি তুলনীয়। অন্যের সম্পদ অবৈধ আত্মসাতের অপরাধে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

চ. চোরাই পথে বিদেশে পণ্যপাচার

চোরাই পথে পণ্যপাচারকে ইসলামী অর্থনীতির ভাষায় 'তাহরিবুল বাদায়েঈ' (تهريب البضائع) বলে। চোরাচালান একটি বেআইনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কার্যক্রম। সীমান্তের আইন-নির্দিষ্ট পথ এবং শুল্কঘাঁটি এড়িয়ে পণ্য আমদানী বা রপ্তানী করলে চোরাচালান সংঘটিত হয়। অনেক সময় চোরাচালানকে পণ্যপাচার হিসেবেও বর্ণনা করা হয়। চোরাচালানের উদ্দেশ্য প্রধানত দুটি। এক. পণ্য আমদানী-রপ্তনীর ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকলে তা এড়িয়ে অবৈধ পথে পণ্য আনা-নেয়া করা। দুই. আমদানী-রপ্তানীর বৈধ পথ এবং শুল্ক ঘাঁটি এড়িয়ে বাণিজ্যের অর্থাৎ পাচারের মাধ্যমে সরকার ধার্য শুল্ক-কর ফাঁকি দেয়া। অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা প্রাপ্তির লোভে

দেশ থেকে মূল্যবান পণ্য সামগ্রী অবৈধ পথে বিদেশে পাচার করে। ফলে দেশে এসব পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। যে পণ্য অবৈধ পথে বিদেশে পাচার হয়ে যায় দেশের চাহিদা মেটাতে সে পণ্যই আবার বিপুল বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানী করতে হয়। পাচারের কারণে দেশের বাজারে পণ্য ঘাটতি এবং বিদেশ থেকে সেই পণ্য আমদানী করতে হয় বিধায় এর দ্রব্যমূল্য অনেক বেড়ে যায় এবং জনসাধারণকে সেই উচ্চমূল্যে পণ্যক্রয় করতে হয়।

এছাড়াও দ্রব্যমূল্যে সুদের প্রভাব, মধ্যস্বত্বভোগীদের ব্যাধিগ্রস্ত মানসিকতা, রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশ, কালো টাকার দৌরাত্ম্য, অতিরিক্ত পরিবহন খরচ, ব্যাংক-ব্যবসায়ীর আতাঁতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, পণ্যের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতি, আরোপিত আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি, কাঁচা মাল ও কৃষিপণ্যের অপ্রতুলতা, সুষ্ঠু বাজার ও পরিবহন ব্যবস্থাপনার অভাব, রিজার্ভে ডলার সংকট, পণ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি বহুবিধ কারণে যে কোনো দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের ব্যাধিগ্রস্ত মনোভাবই বহুলাংশে দায়ী।

ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ফকীহগণের দুটি মত রয়েছে। এক মতানুসারে– তা অবৈধ এবং অন্য মতে– তা বৈধ।

প্রথম মত: দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অবৈধ

অধিকাংশ ফকীহদের মতামত হলো, স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়। এ ব্যাপারে আল কুরআন ও সুন্নাহর দলীল রয়েছে। যেমন:-

ক. আল কুরআন থেকে দলীল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা করা বৈধ... (Al-Qur'ān, 4: 29)।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধতার জন্য 'পরস্পর সন্তুষ্টি'র শর্তারোপ করেছেন। কিন্তু দ্রব্যমূল্য নির্দিষ্ট করে দিলে তাতে পারস্পরিক সন্তুষ্টির বিষয়টি ব্যাহত হয়। কারণ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ মানে পণ্যের ব্যবসায়ীকে এমন মূল্যে পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য করা যাতে সে সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এমন এক প্রক্রিয়ায় বাণিজ্য সম্পাদিত হয় যাতে পারস্পরিক সন্তুষ্টি অনুপস্থিত। তাছাড়া বিক্রেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য চাপিয়ে দেয়া জুলুম, যা অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করার পর্যায়ে পড়ে। এটা হারাম। সুতরাং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণও হারাম।

পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের বর্ণনায় প্রতীয়মান যে, এইরূপ বাণিজ্য শরীয়তসম্মত নয় (Ibn Ḥazm ND, 9/41; Al Shawkānī 1973, 5/335)।

খ. হাদীস থেকে দলীল

সাইয়িদুনা আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে একবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। অত:পর সাহাবীগণ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق .و إني لأرجو أن ألقى ربى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

নিশ্চয় আল্লাহই দ্রব্যমূল্যের গতি নির্ধারণকারী, তিনিই সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা আনয়নকারী এবং তিনিই রিজিকদাতা। আমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই, যেন তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে তার জান ও মালের ব্যাপারে জুলুমের অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে (Abū Dāwūd 2009, 3451)।

উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে বিভিন্নভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ না-জায়িয প্রমাণিত হয়। যেমন:

- আল্লাহর রাসূল ﷺ দ্রব্যমূল্য নির্দিষ্ট করে দেননি। যদিও সাহাবীগণ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। যদি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ বৈধ হতো তবে তিনি ﷺ অবশ্যই তা সাহাবীদের জন্য করতেন।
- দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতির পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেননি। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন এটা জুলুম। আর জুলুম হারাম। সুতরাং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণও হারাম।
- উপর্যুক্ত হাদীসে মালের জুলুম আর জানের জুলুমকে সমান্তরাল জুলুম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং জানের জুলুম যেমন শরীয়তের দৃষ্টিকোণে হারাম তদ্রূপ মালের জুলুম তথা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণও শরীয়তের দৃষ্টিকোণে হারাম সাব্যস্ত হবে (Al Zuḥailī 2015, 4/242) ।

এ হাদীস সম্পর্কে ড. ইউসুফ আল কারযাভী রহ. বলেন,

ونبى الإسلام يعلن بهذا الحديث أن التدخل فى حرية الأفراد بدون ضرورة مظلمة يحب أن يلقى الله بريئًا من تبعتها- ولكن إذا تدخلت فى السوق عوامل غير طبيعية كاحتكار بعض التجار وتلاعبهم بالأسعار، فمصلحة المجموع هنا مقدمة على حرية بعض الأفراد، فيباح التسعير استجابة لضرورة المجتمع أوحاجته، ووقاية له من المستغلين الجشعين، معاملة لهم بنقيض مقصودهم كما تقرر القواعد والأصول

এই হাদীসের মাধ্যমে ইসলাম ঘোষণা দিচ্ছে যে, বিনা প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা জুলুম। আল্লাহর রাসূল ﷺ জুলুমের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করেন। কিন্তু বাজারে যখন অস্বাভাবিক কার্যকারণ অনুপ্রবেশ করবে যেমন কতিপয় ব্যবসায়ীর পণ্য মজুদকরণ এবং তাদের মূল্য কারসাজি, তখন কতিপয় ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর সামষ্টিক স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করবে।

এমতাবস্থায় সমাজের প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা পূরণার্থে এবং লোভী সুবিধাভোগীদের থেকে সমাজকে রক্ষাকল্পে মূল্য নির্ধারণ করা জায়িয। তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে না দেয়ার জন্য এ নীতি স্বতঃসিদ্ধ (Al Qarḍāwī 1997, 223)।

উপর্যুক্ত হাদীসের সমার্থবোধক একটি হাদীস আবু সাঈদ খুদারী র. সূত্রে মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজাহতে (Ibn Ḥanbal ND, 11826; Ibn Mājah 1418H, 2201) উল্লেখ আছে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানী বলেন,

وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيْثِ وَمَا وَرَدَ فِيْ مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيْمِ التَّسْعِيْرِ وَأَنَّهُ مَظْلِمَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُوْنَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَالتَّسْعِيْرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ، وَالْإِمَامُ مَأْمُوْرٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِيْ مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِيْ بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِيْ مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيْرِ الثَّمَنِ وَإِلْزَامُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيْعَ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: ٢٩] وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ

আনাস রা. এর হাদীসও একই মর্মে বর্ণিত অন্য হাদীসগুলো দ্বারা মূল্য নির্ধারণ হারাম ও জুলুম হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করা হয়েছে। এর কারণ হল, মানুষ তাদের মালের উপর কর্তৃত্বশীল। অথচ মূল্য নির্ধারণ তাদের জন্য প্রতিবন্ধক। আর রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে আদিষ্ট। বর্ধিত মূল্যে বিক্রির ব্যাপারে বিক্রেতার স্বার্থ দেখার চেয়ে সস্তা দামে ক্রয়ের ব্যাপারে ক্রেতার স্বার্থের প্রতি দৃকপাত করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উত্তম নয়। আর পণ্যের মালিককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা আল্লাহর বাণী 'তবে ব্যবসা যদি হয় ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তবে ভিন্ন কথা' (নিসা : ২৯)-এর বিরোধী। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম এ মতের প্রবক্তা (Al Shawkānī 1420H, 3/603)।

ইবনু হামিদ রহ. (মৃ. ৪০৩ হি.) বলেন,

لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَعِّرَعَلَى النَّاسِ،بَلْ يَبِيعُ النَّاسُ أَمْوَالَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُوْنَ

মানুষের উপর দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উচিত নয়। বরং মানুষ তাদের স্বাধীনতা অনুযায়ী পণ্য বিক্রি করবে (Al Shirbīnī ND, 6/311)।

ইমাম আল মাওয়ারদী রহ. বলেন,

ولا يجوز أن يسعّر على الناس الأقوات ولا غيرها في رُخْصٍ ولا غلاء، وأجازه مالك في الأقوات مع الغلاء

মূল্য হ্রাস বা মূল্য বৃদ্ধির সময় মানুষের উপর খাদ্যদ্রব্য বা অন্য জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা জায়েয নয়। ইমাম মালেক মূল্যবৃদ্ধির সময় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ জায়েয বলেছেন (Al Māwardī 1427H, 370)।

গ. যুক্তি প্রমাণ

যুক্তি-প্রমাণের আলোকেও বোঝা যায় যে, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ অনুমোদিত হওয়া উচিত নয় (Al Bājī ND, 5/18; Al Shawkānī 1973, 5/335) । এর কারণ নিম্নরূপ:

- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনের অর্থ হলো ব্যবসায়ী বা বিক্রেতাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনীহা সত্ত্বেও পণ্য বিক্রিতে বাধ্য করা। এটি সুস্পষ্ট জুলুম এবং হারাম। রাষ্ট্রের প্রশাসন নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রিতে বাধ্য করার কারণে এখানে 'পারস্পরিক সন্তুষ্টি'র বিষয়টি অনুপস্থিত, সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে এ লেনদেন বাতিল বলে বিবেচিত হবে।
- দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের কারণে ক্ষেত্রবিশেষে জিনিসের দাম আরো বেড়ে যায়। কারণ ব্যবসায়ীরা যখন জানতে পারে, নির্ধারিত মূল্যেই তাদের পণ্যটি বিক্রি করতে হবে। তাই তারা মানুষের এই প্রয়োজনীয় পণ্যটি বাজারে সরবরাহ করা থেকে বিরত থাকে। ফলে বাজারে সেই পণ্যটির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয় এবং সরবরাহ কম থাকার কারণে পণ্যটির মূল্য আরো বেড়ে যায়। মূলত: দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশ ও জনগণের অসুবিধা দূর করা। কিন্তু যখন এই অসুবিধা দূর করতে গিয়ে জুলুম-বিশৃংখলার অবতরণ ঘটে তখন তা বৈধ হতে পারে না (Ibn Taimiyya 1426H, 24/76)। ইমাম ইবনে কুদামা রহ. বলেন,

  اَلتَّسْعِيْرُ سَبَبُ الْغَلَاءِ

  সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ (Ibn Qudāmah 1405H, 6/312)।
- মানুষ স্বীয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ মালিকানার অধিকারী। শরীয়তের দৃষ্টিতে সে তার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ব্যবহার করে সম্পদ ভোগ করতে পারে। পক্ষান্তরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ তার নিজের সম্পদের উপর অন্যের চাপিয়ে দেয়া এক ধরনের নিষেধাজ্ঞা। এটা কখনো অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। কারণ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ক্রেতা-বিক্রেতার একান্ত নিজেদের অধিকারের বিষয়। মূল্য নির্ধারণ করা কিংবা ধার্যকৃত মূল্যে সন্তুষ্ট থাকার পূর্ণ এখতিয়ার ক্রেতা-বিক্রেতার রয়েছে। সেখানে তৃতীয় কোন পক্ষ থেকে তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার শরীয়ত অনুমোদন করতে পারে না।

বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধের সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন:

ক. হানাফী ফকীহগণ মনে করেন, যদি পণ্যের মালিকরা পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ না করে তবে স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অনুমোদনযোগ্য নয় (Al Kasānī 1424H, 5/193)।

খ. মালিকী মাযহাবের এক বর্ণনা মতে, যদি দেশের রাষ্ট্রীয় প্রধান নির্বাহী ব্যবসায়ীদের জন্য এমন মূল্য নির্ধারণ করে দেন যার ব্যতিক্রম তারা করতে পারবে না, এমন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অনুমোদনযোগ্য নয় (Ibn 'Abd Al Barr 1400H, 2/370; Al Bājī ND, 5/18)।

গ. শাফিয়ী মাযহাব মতে, নগরীর বাইরে থেকে আনা পণ্য অথবা ভেতর থেকে সরবরাহকৃত পণ্য উভয়বিধ পণ্যের উপর মূল্য নির্ধারণ বৈধ নয়। উপরন্তু দুর্ভিক্ষকালীন সময়েও তা অনুমোদনযোগ্য নয় (Al Shirbīnī ND, 2/581; Al Ramlī 1368H, 3/473)। এটি হাম্বলী মাযহাবেরও মত। ইবনে কুদামাহ রহ. সর্বতোভাবে এটিকে নিষিদ্ধ বলেছেন (Ibn Qudāmah1405H, 4/239)।

দ্বিতীয় মত: দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বৈধ

ফকীহদের একদল দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বৈধ বলেছেন। তবে তাঁরা এটাকে শর্তহীনভাবে বৈধ বলেননি। বরং এর জন্য প্রয়োজন অনুপাতে, কল্যাণপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা ইত্যাদির শর্তারোপ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের মতামত সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

ক. হানাফী মাযহাবের মতানুসারে, যদি পণ্যের মালিক পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে, তবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত হচ্ছে, ব্যবসায়ীদের ধার্যকৃত মূল্য এতই বেশি হবে, যা অন্যের উপর জুলুমের নামান্তর (Al Zaila'ī 1313H, 6/28)।

খ. মালিকী মাযহাব অনুসারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ দু ধরনের হয়ে থাকে:

প্রথম ধরন: বাজারে কোনো ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে পণ্যের দাম কমিয়ে দেয়, যার কারণে বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা জায়িয। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগোষ্ঠীকে ঐ বাজারে অন্যান্য ব্যবসায়ীর নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করবে অথবা তাকে বা তাদেরকে সেই বাজার থেকে চলে যেতে নির্দেশ দিবে (Mālik 1413H, 2/651)। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সবক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্রেতাদের স্বার্থ দেখা হয় না; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্রেতার স্বার্থ বিবেচনা করেও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

দ্বিতীয় ধরন: বাজারের ব্যবসায়ীদের জন্য একটি মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া, যাতে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউ এই নির্ধারিত মূল্য লঙ্ঘন না করে। বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সময় তা অনুমোদিত। ইমাম আশহাব রহ. ইমাম মালিক রহ. থেকে বর্ণনা করেন, মালিকী মাযহাব অনুসারে এই পদ্ধতি অনুমোদনযোগ্য হলেও উত্তম হচ্ছে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ না করে স্বাভাবিক অবস্থায় তা ছেড়ে দেয়া (Al Bājī ND, 5/18)।

গ. শাফিয়ী মাযহাবের অন্য এক বর্ণনা মতে, যে সকল পণ্য বাজারে অন্য অঞ্চল থেকে আসে না সে সকল পণ্যে মূল্য নির্ধারণ জায়িয। অনুরূপ দুর্ভিক্ষের সময়েও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধান প্রযোজ্য হবে (Al Shirbīnī ND, 2/581; Al Ramli ND, 3/473)।

ঘ. ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কায়্যিম রহ. প্রমুখ হাম্বলী ইমামগণের মতে, যদি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদল তথা ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয় তবে

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা ওয়াজিব তথা আবশ্যিক (Ibn Qudāmah 1405, 4/239; Ibn Muflih 1424H, 6/178)।

ঙ. হাম্বলী মাযহাবের পরবর্তী ইমামগণও মনে করেন, যদি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয় তবে তা ওয়াজিব (Ibn Taimiyya ND, 498)।

সারকথা হলো, মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে যদি ব্যবসায়ীদের উপর জুলুম করা হয়, অন্যায্য মূল্যে পণ্যবিক্রি করতে বাধ্য করা হয়, অথবা পণ্য বিক্রির মাধ্যমে লাভবান হওয়ার বিষয় থেকে রাষ্ট্র যদি তাদেরকে বঞ্চিত করে, তাহলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হারাম। কিন্তু মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারণ করা হয় (যেমন অসাধু ব্যবসায়ীরা অন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রি করে ক্রেতা সাধারণকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলে প্রশাসন বাজারের প্রচলিত দামে ব্যবসায়ীদের পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করবে) তাহলে তা শুধু জায়িযই নয়; বরং ওয়াজিব। অর্থাৎ এটি জরুরী অবস্থায় বিবেচিত বিশেষ একটি বিধান। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি-প্রমাণ নিম্নরূপ:

ক. হাদীস থেকে দলীল

ইবনু উমার রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من أعتق شركا له في عبد. فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل . فأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق منه ما عتق

কয়েক শরীকের মালিকানাধীন কোনো গোলামের অংশ যে ব্যক্তি আযাদ করে দিল আর তার কাছে এমন পরিমাণ সম্পদ আছে যা গোলামের মূল্য পরিমাণ হয়, তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে মূল্য নির্ধারণ করে অন্যান্য অংশীদারদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করে দিবে এবং গোলাম (সম্পূর্ণভাবে) তার পক্ষ থেকে আযাদ হবে। অন্যথায় সে যে অংশ আযাদ করল, তা-ই (শুধু) আযাদ হবে। (Al Bukhārī 1407H, 2386)

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক অনুমোদিত (Ibn Qayyim ND, 375)। কারণ. হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক শরীকের মালিকানাধীন একটি গোলামের অংশীদারদের প্রাপ্য অংশে ন্যায়সঙ্গত মূল্য নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণরূপে গোলামকে আযাদ করার কল্যাণ অর্জনের নিমিত্তে উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণপূর্বক অন্য অংশীদারদের তা প্রদান করতে বলেছেন। এতে তিনি অন্যান্য মালিকদের অতিরিক্ত মূল্য দাবির সুযোগ দেননি। গোলামের মালিকানা আযাদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের জীবনযাত্রায় নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ আরো বেশি জরুরী। তাই হাদিসের আলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ শরীয়ত সম্মত একটি বিধান।

জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

শহরের লোক গ্রামের লোকের পক্ষ হয়ে বিক্রয় করতে পারবে না। লোকদের একজনের দ্বারা অপরজনের রিজিকের যে সুবিধা আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন সে ব্যবস্থা চালু থাকতে দাও (Muslim ND, 1522)।

উপর্যুক্ত হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ যে লোক শহরের বাজারে দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে জ্ঞাত আছে তাকে নিষেধ করেছেন সে যেন গ্রাম্য ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে বিক্রয় না করে। গ্রাম্য ব্যবসায়ী শহরের বাজারের দর সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল নন, তিনি বাহির থেকে পণ্য সরবরাহ করে স্বাভাবিক নিয়মে পণ্য বিক্রি করলে সাধারণ জনগণ সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পাবে। এ সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ শহরের ব্যবসায়ী যদি গ্রাম্য ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে পণ্যবিক্রির তথা দালালির সুযোগ পায় তবে এটি পণ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণ হয় (Ibn Taimiyya ND, 28/102)। অর্থাৎ গ্রামের ব্যবসায়ীরা বাজারে অবাধে পণ্য সরবরাহ করতে পারলে বাজার দর স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু যদি মধ্যস্বত্বভোগী শহরের ব্যবসায়ীরা দালালির মাধ্যমে বাজারে পণ্য সরবরাহের প্রবাহ ব্যাহত করে তবে পণ্য দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ মধ্যস্বত্তভোগী শহরের ব্যবসায়ীদের নিষ্ক্রিয় থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেন বাজারে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক থাকে।

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. একবার বাজারে হাতিব ইবনু আবি বালতা'আহ রা.-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হাতিব রা. বাজার দর হতে সস্তা মূল্যে কিশমিশ বিক্রি করছিলেন। উমর রা. তাঁকে বললেন

إما أن تزيد في السعر . وإما أن ترفع من سوقنا

হয়ত মূল্য বাড়িয়ে বিক্রি করুন নতুবা আমাদের বাজার থেকে পণ্য গুটিয়ে নিন। (Mālik ND, 3/201)

উপরে বর্ণিত উমর রা. এর ঘটনা থেকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কারণ হাতিব রা. বাজার মূল্যের কমে কিশমিশ বিক্রি করছিলেন। বাজারমূল্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য হাতিব রা. কে উমর রা. বাজার দরে কিশমিশ বিক্রির নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যথায় তাকে বাজার ত্যাগ করতে বলেন। যেন তার কারণে বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এটি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। বাজারের অন্যান্য বিক্রেতার ক্ষতি রোধকল্পে যেমন উমর রা. দ্রব্যমূল্য বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন, অনুরূপ ক্রেতার ক্ষতি রোধ করতে দ্রব্যমূল্য কমিয়ে নির্দিষ্ট করাও শরীয়ত সম্মত (Al Bājī ND, 5/17; Ibn Qudāmah 1405H, 4/151)। কারণ এক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষতি দূর করে উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয়পক্ষের আলিমগণ তাঁদের বিরোধীদের উপস্থাপিত হাদীসের উত্তরে বলেন,

- পূর্বোক্ত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, যেসব হাদীস দ্বারা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ জায়িয নেই মর্মে প্রমাণ দেয়া হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিষিদ্ধ করার অভিপ্রায়কে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে না। উপরন্তু তিনি যে সকল কার্যকলাপ নিষিদ্ধ মর্মে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন সেই তালিকাতেও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধের কথা উল্লেখ নেই। (Al Ḥawlī 1427H, 11)
- হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে আরো বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসগুলোতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা থেকে বিরত ছিলেন বিশেষ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে। হাদীসে ব্যবহৃত শব্দাবলি ব্যাপকার্থে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ নিষিদ্ধের প্রমাণ বহন করে না (Ibn Taimiyya 1426, 28/95)।

খ. যুক্তি-প্রমাণ

যুক্তি-প্রমাণের আলোকেও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অনুমোদনযোগ্য। নিম্নে কয়েকটি প্রধান যুক্তি তুলে ধরা হলো:

১. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ তখনই করা হয় যখন অসাধু ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত মাত্রায় পণ্যের দাম নির্ধারণ করে সাধারণ জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করে, মানুষের আর্থিক ক্ষতিসাধন করে। সুতরাং জনগণের সম্পদ সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক (Shaikh Zādah ND, 2/549)।

২. রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য মজুদদারদের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা যেমন বৈধ, অনুরূপ প্রশাসনের বৈধতা রয়েছে, দেশের প্রত্যেকটি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে সেই নির্দেশনা মোতাবেক ক্রেতা-বিক্রেতাকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বাধ্য করা।

৩. রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জরুরী অবস্থায় ক্ষমতা ব্যবহারের এখতিয়ার রয়েছে। জনসাধারণের ব্যাপক কল্যাণের নিমিত্তে অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রতারণা থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য এবং বাজারে পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য অনুরূপ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার এখতিয়ার রয়েছে (Al Bājī ND, 5/18)।

৪. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে দাম কমিয়ে মূল্য নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি এটি জনসাধারণকে অসাধু ব্যবসায়ীদের শিকারে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

৫. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষতির আশংকা রোধ করা সম্ভব হয়। কারণ অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে যদি সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পণ্যের লাগাম তুলে দেয়া হয় তবে তারা লোভের বশবর্তী হয়ে অবৈধ পন্থায় জনসম্পদ আত্মসাৎ করবে যা সম্পূর্ণ হারাম। ব্যবসায়ীদের এই বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হওয়া থেকে রক্ষা করতে দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। তাই হারাম থেকে রক্ষা করতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ শরীয়তে যৌক্তিকভাবে বৈধ (Al Ḥawlī 1427H, 1/18)।

৬. এছাড়াও মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং সমাজব্যবস্থাকে বিশৃংখলা ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বৈধতার বিষয়টি অগ্রগণ্য।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ: বৈধতা-অবৈধতার মাঝে সমন্বয় সাধন

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বৈধতা-অবৈধতার ব্যাপারে দুইটি পক্ষ বিদ্যমান। উভয় পক্ষেরই শক্তিশালী তথ্য-উপাত্ত, দলিল-প্রমাণ রয়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উভয় পক্ষের তথ্য-উপাত্ত উত্থাপন ও বিশ্লেষণ করার পর প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকে সর্বতোভাবে বৈধ কিংবা অবৈধ বলার অবকাশ নেই। বাজার ব্যবস্থাপনা ও দ্রব্যমূল্যের অবস্থা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল। পরিবেশ পরিস্থিতির বিবেচনায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বিধান সাব্যস্ত হবে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَالْغَلَاءُ بِارْتِفَاعِ الْأَسْعَارِ؛ وَالرُّخْصُ بِانْخِفَاضِهَا هُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْحَوَادِثِ الَّتِيْ لَا خَالِقَ لَهَا إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ؛ وَلَا يَكُوْنُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بِمَشِيْئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ؛ لَكِنْ هُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَعَلَ بَعْضَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ سَبَبًا فِيْ بَعْضِ الْحَوَادِثِ كَمَا جَعَلَ قَتْلَ الْقَاتِلِ سَبَبًا فِيْ مَوْتِ الْمَقْتُوْلِ؛ وَجَعَلَ ارْتِفَاعَ الْأَسْعَارِ قَدْ يَكُوْنُ بِسَبَبِ ظُلْمِ الْعِبَادِ وَانْخِفَاضَهَا قَدْ يَكُوْنُ بِسَبَبِ إِحْسَانِ بَعْضِ النَّاسِ

মূল্যবৃদ্ধি বা হ্রাস এ দু'টি ঐ সকল ঘটনার অন্যতম, যার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নন। তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতা ছাড়া এর কিছুই সংঘটিত হয় না। তবে আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো কতিপয় বান্দার কর্মকে কিছু ঘটনা ঘটার কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেন। যেমন হত্যাকারীর হত্যাকে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ করেছেন। বান্দাদের জুলুমের কারণে তিনি কখনো মূল্যবৃদ্ধি করেন এবং কখনো কিছু মানুষের ইহসানের কারণে মূল্যহ্রাস করেন (Ibn Taimiyya 1426H, 8/520)।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন,

فَإِذَا تَضَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى الْبَيْعِ بِثَمَنٍ لَا يَرْضَوْنَهُ، أَوْ مَنَعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَ اللهُ لَهُمْ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ، مِثْلُ إِكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُعَاوَضَةِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَمَنَعَهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ، فَهُوَ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ -فَإِذَا كَانَ النَّاسُ يَبِيْعُوْنَ سِلَعَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْرُوْفِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ، وَقَدِ ارْتَفَعَ السِّعْرُ إِمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ، وَإِمَّا لِكَثْرَةِ الْخَلْقِ فَهَذَا إِلَى اللهِ، فَإِلْزَامُ الْخَلْقِ أَنْ يَبِيْعُوْا بِقِيْمَةٍ بِعَيْنِهَا إِكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ

মূল্য নির্ধারণ যদি মানুষের প্রতি জুলুম করা এবং তাদেরকে অন্যায়ভাবে এমন মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করাকে শামিল করে, যাতে তারা সন্তুষ্ট নয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তা থেকে শাসক নিষেধ করেন, তাহলে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ হারাম। কিন্তু মানুষের মাঝে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারণ করা হয় যেমন, বাজারের প্রচলিত দামে তাদেরকে বিক্রি করতে বাধ্য করা এবং প্রচলিত

বিনিময় মূল্যের অধিক গ্রহণ করা থেকে শাসক তাদেরকে নিষেধ করেন, তাহলে তা শুধু জায়িযই নয়; বরং ওয়াজিব (Ibn Taimiyya 1416H, 19-20)।

ইবনুল কাইয়িম রহ. এ সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে বলেন,

وَجِمَاعُ الْأَمْرِ أَنَّ مَصْلَحَةَ النَّاسِ إِذَا لَمْ تَتِمَّ إِلَّا بِالتَّسْعِيْرِ سَعَّرَ عَلَيْهِمْ تَسْعِيْرَ عَدْلٍ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَإِذَا انْدَفَعَتْ حَاجَتُهُمْ وَقَامَتْ مَصْلَحَتُهُمْ بِدُوْنِهِ: لَمْ يَفْعَلْ،

মোটকথা, মূল্য নির্ধারণ ব্যতীত যদি মানুষের কল্যাণ পরিপূর্ণতা লাভ না করে, তাহলে শাসক তাদের জন্য ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন। কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা কারো প্রতি অন্যায় করা যাবে না। আর মূল্য নির্ধারণ ছাড়াই যদি তাদের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় এবং কল্যাণ সাধিত হয়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান মূল্য নির্ধারণ করবেন না। (Ibn Al Qayyim ND, 1/222)

আল হিদায়া প্রণেতা বলেন,

ولا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس، فإذا كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأى والبصيرة

লোকদের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা শাসকের উচিত নয়। তবে খাদ্যদ্রব্যের মালিকরা যদি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং দামের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে (মাত্রাতিরিক্ত দাম নেয়) আর বিচারক দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ ছাড়া মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণ করতে অপারগ হন, তখন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের পরামর্শে মূল্য নির্ধারণ করাতে দোষ নেই (Al Marghīnānī ND, 4/377-378)।

উপরের আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যখন বিক্রেতারা তাদের নিজেদের কাছে যে পণ্য আছে তার দাম তাদের ইচ্ছামত বৃদ্ধি করার ব্যাপারে একমত হয়, তখন ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাঝে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা এবং জনসাধারণের কল্যাণ করা ও ফিতনা-ফাসাদ দূর করার সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান বিক্রেয় দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করবেন। আর যদি তাদের মধ্যে যোগসাজশ না হয়; বরং কোন প্রকার প্রতারণা ছাড়াই পর্যাপ্ত চাহিদা ও পণ্যসামগ্রীর সরবরাহ কম হওয়ার কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা উচিত নয়। বরং তিনি প্রজাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দেবেন যে, আল্লাহ তাদের কারো দ্বারা কাউকে রিজিক দিবেন।

পূর্বের বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও পক্ষ-বিপক্ষ দলের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি পর্যায় শনাক্ত করা যায়। যথা-

ক. যদি বাজার ভারসাম্যপূর্ণ থাকে অর্থাৎ চাহিদা অনুপাতে পণ্যের যোগান ও সরবরাহ থাকে, জনজীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক থাকে, নিত্য ব্যবহার্য পণ্য জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার ভেতরে থাকে তখন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধিসম্মত নয়।

খ. যদি দেশের ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরা অসদুপায় অবলম্বন করে, লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বা অন্য কোন কারসাজি করে অন্যায্যভাবে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়, বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে, তখন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রপ্রধানের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

গ. যদি দেশের বাজার ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী ও মজুদদারদের একচেটিয়ে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, নিত্য ব্যবহার্য-ভোগ্য পণ্য ব্যবসায়ীদের কব্জায় চলে যাওয়ায় সাধারণ জনগণ ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে তখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উপর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই হুকুম জনজীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে আসা পর্যন্ত বহাল থাকবে।

ঘ. যদি মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং সুযোগ সন্ধানী অসাধু ব্যবসায়ীরা এই মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে পণ্যের আকাশচুম্বী মূল্য নির্ধারণ করে, এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হচ্ছে অর্থনৈতিক এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

ঙ. জনসাধারণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা ব্যবহারের বিষয়টি শরীয়হ সমর্থিত। অনুরূপ রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম গুরুদায়িত্ব হচ্ছে দেশের বাজার ব্যবস্থা ঠিক রেখে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা। মানবসৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেলে রাষ্ট্রপ্রধানের আবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে জনঅধিকার নিশ্চিত করতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। কারণ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একদিকে যেমন ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাদের ন্যায়সঙ্গত মুনাফা নিশ্চিত হয়, অন্যদিকে জনসাধারণের অধিকারও নিশ্চিত হয়। তারা নিত্য ব্যবহার্য পণ্যক্রয়ে প্রতারণার শিকার হয় না।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের পরিধি

প্রয়োজনের সময় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকে যারা বৈধ মনে করেন তাদের মাঝে মূল্য নিয়ন্ত্রণের পরিধি ও সীমা-পরিসীমা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। সকল পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ কি বৈধ? নাকি বিশেষ পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বৈধ– এ নিয়ে তাদের মাঝে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। সার্বিকভাবে তাঁদের তিনটি মতামত প্রণিধানযোগ্য ।

প্রথম মত: মানুষের খাদ্য ও পশুখাদ্য ছাড়া কোন পণ্যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ বৈধ নয়। কারণ যেহেতু শুধু এই দুই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রেই মজুদদারীর নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য, তাই মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিধিও এই দুইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং এ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে বিশেষ প্রয়োজনে মানুষের খাদ্য ও পশুখাদ্যের উপরই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এটি হানাফী মাযহাবের মত (Al Zaila'ī ND, 6/28)।

দ্বিতীয় মত: প্রয়োজন অনুসারে সকল ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কোন বিশেষ পণ্যের জন্য এটি বিশেষায়িত বিধান নয়। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে

দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে জনসাধারণের দুর্ভোগ সৃষ্টি করলে সকল ব্যবহার্য পণ্যেরই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। হানাফী মাযহাবের ইবনু আবিদীন (Ibn 'Ābidīn 1405H, 6/104) এবং হাম্বলী মাযহাবের শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (Ibn Taimiyya 1416H, 88) এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও শাফি'ঈ মাযহাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ অনুমোদিত নয় (Al Nawawī 1405H, 1/428), তথাপি শাফিঈ মাযহাবের কিছু ফকীহদের মতানুসারে উপরোক্ত মূল্যনিয়ন্ত্রণ বৈধ।

তৃতীয় মত: যে সকল পণ্য পরিমাপ করে কিংবা ওজন করে বিক্রি করা যায় কেবল সে সকল পণ্যেরই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, অন্যসব নয় (Al Bājī ND, 5/18)। এটি মালিকি মাযহাবের মতামত।

যাদের উপর মূল্যনিয়ন্ত্রণ বৈধ হবে

জরুরী অবস্থায় যেসব ইমাম দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকে বৈধ বলেছেন, তারা এই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সে সকল ব্যবসায়ীর জন্য প্রযোজ্য বলেছেন যারা বাজারে অবস্থান করে। আর যারা বাজারে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না, বাইরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাজারে পণ্য নিয়ে আসে অস্থায়ীভাবে বাজারে পণ্য বিক্রি করে, তাদের সরবরাহকৃত পণ্যের উপর মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিধান প্রযোজ্য হবে কিনা– এ নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ ব্যাপারে মতামতগুলো নিম্নরূপ:

এক. মালিকীগণ মনে করেন, যদি বাজারের অস্থায়ী ব্যবসায়ী অভ্যন্তর থেকে পণ্য সংগ্রহ করে বিক্রি করে তবে তার উপর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি কার্যকর হবে। আর যদি অস্থায়ী ব্যবসায়ী ভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্য সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে তবে তার উপর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি কার্যকর হবে না (Al Abadrī 1398H, 4/380)।

দুই. শাফিয়ীদের মতে, সাধারণত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ শরীয়তে অনুমোদিত নয়। তবে শাফিঈ মাযহাবের একটি দুর্বল মতানুসারে, অস্থায়ী ব্যবসায়ী যদি একই অঞ্চল থেকে পণ্য সংগ্রহ করে তা বাজারে বিক্রি করে, তবে তাদের উপর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি কার্যকর হবে। আর যদি ব্যবসায়ী এসব পণ্য ভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে, তবে তার উপর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি কার্যকর হবে না (Al Nawawī 1405H, 1/428)।

তিন. যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে জনকল্যাণ বিবেচনায় সকল ব্যবসায়ীর উপর দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধান কার্যকর হবে (Ibn Al Qayyim ND, 1/369)। হাম্বলী মাযহাবের যে সকল ফকীহগণ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বৈধ বলেছেন, তাঁরা এ মত পোষণ করেন।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি

রাষ্ট্রপ্রধান তার ক্ষমতা বলে এমন প্রক্রিয়ায় পণ্যের দাম নির্ধারণ করবেন, যাতে ক্রেতা-বিক্রেতা কোনো পক্ষই ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। প্রশাসন ক্রেতা প্রতিনিধি,

ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, অর্থনীতিবিদসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ লোকদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করবে। সরকার যে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করতে চায় সে পণ্য-বাজারের গণ্যমান্য লোকদেরকে সমবেত করবেন এবং অন্য ব্যক্তিদেরকেও (যারা দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে সম্যক অবগত) তাদের বক্তব্য যাচাইয়ের জন্য সমবেত করবেন। সে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন-ব্যয়, যোগান-চাহিদা সম্পর্কে তাদের মতামত শুনবেন। তারপর একটি মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করবেন। যাতে উৎপাদকদের ক্ষতি না হয় আবার জনগণের ক্রয় ক্ষমতারও উর্ধ্বে না যায়। উভয় পক্ষ নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে সন্তুষ্ট থাকবে। তবে ব্যবসায়ীদের অমতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করা যাবে না। সরকার যদি অনিবার্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ব্যবসায়ী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনার পর কোন দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে, তবে তা মেনে চলা আবশ্যক। এর ব্যতিক্রম করলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

এ ক্ষেত্রে কেউ নির্ধারিত মূল্যের বেশিতে বিক্রি করলে সরকার এবং প্রশাসন তাকে প্রথমবারেই তাড়াহুড়ো করে শাস্তি দিবে না; বরং তাকে উপদেশ দিবে এবং তিরস্কার করবে। দ্বিতীয়বারও তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্বিতীয়বারও তাকে তা-ই করা হবে এবং সতর্ক করা হবে। তৃতীয়বার অভিযোগ পাওয়া গেলে তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং (দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী) শাস্তি দেয়া হবে (Ibn Nuzaim ND, 8/230), যাতে সে এ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং জনগণ ক্ষতির সম্মুখীন না হয় ।

সার্বিক পর্যালোচনা

- ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক বিষয় হচ্ছে, আদল তথা সকলের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করা, প্রত্যেকের জন্য অধিকার ও দায়িত্বের ভারসাম্য রক্ষা করা, কারো অধিকার হরণ না করা এবং কারো প্রতি জুলুম না করা।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্যকৃত পণ্যের সুনির্দিষ্ট মূল্যকে বোঝায়। পরিস্থিতি বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় প্রশাসন দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করলে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক এ বিধান মানতে বাধ্য।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সর্বক্ষেত্রে বৈধ যেমন নয়, তেমনি অবৈধও নয়। পরিস্থিতি, কল্যাণ, প্রয়োজন ইত্যাদি বিবেচনায় এটি কখনো জায়িয আবার কখনো না জায়িয, আবার কখনো আবশ্যকীয়।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যদি করো উপর জুলুম হয়, ব্যবসায়ীদের অন্যায়ভাবে কম দামে পণ্য বিক্রিতে বাধ্য করা হয়, তখন তা হারাম। কিন্তু যদি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অসাধু ব্যবসায়ীর লোভ-লালসা ও মজুতদারির বিপরীতে মানুষের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করে তখন তা ওয়াজিব। কারণ দ্রব্যমূল্য

নিয়ন্ত্রণ কার্যত আল্লাহ নির্দেশিত ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকরণ এবং আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ অনিষ্ট ও ক্ষতি দূরীকরণ।

- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ জনঘনিষ্ঠ অতি প্রয়োজনীয় গবেষণাধর্মী একটি জরুরী প্রচেষ্টা। ক্রেতা প্রতিনিধি, বিক্রেতা প্রতিনিধি, জ্ঞানী-গুণী, অভিজ্ঞ, অর্থনীতিবিদদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গতভাবে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।
- দেশের বাজারসমূহ স্থিতিশীল ও জনবান্ধব করতে ইসলামী শরীয়ার আলোকে বাজার নীতি ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। কারণ মাকাসিদে শরীয়ার আলোকে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক বাজার ব্যবস্থপনায় ইহকালীন শান্তির পাশাপাশি পরকালীন মুক্তিও নিশ্চিত হয়।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সুফল পাওয়ার জন্য বাজার মনিটরিং জোরদার করা আবশ্যক। মনিটরিং সেল পর্যাপ্ত জনবল নিয়ে পর্যালোচনা করবে, পণ্য কোত্থেকে কীভাবে বাজারে আসছে? বাজারের চাহিদা মোতাবেক পণ্য সরবরাহ হচ্ছে কিনা? যাতায়াতের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটের কারণে বাজারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হচ্ছে কিনা– ইত্যাকার বিষয়গুলি মনিটরিং সেল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে তার সুফল ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পাবে।

উপসংহার

স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শরীয়তের স্বতসিদ্ধ নিয়ম হল, বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বার্থের বিপরীতে কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর স্বার্থ প্রাধান্য পায় না। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি কার্যকর করার কারণে ব্যবসায়ীর মুনাফা সীমিত হলেও এটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ বিবেচনায় নগণ্য। কখনো বিক্রেতার অনুকূলেও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ হতে পারে। তবে সর্বাবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এমন প্রক্রিয়ায় হতে হবে, যাতে ক্রেতা-বিক্রেতার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে এবং তারা নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ে সন্তষ্ট থাকে। উভয় দলের সম্মতিতে রাষ্ট্রপক্ষ পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করলে তা মেনে চলা সকলের জন্য জরুরী। যদি কেউ তা লঙ্ঘন করে, তবে আইনের চোখে সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে এবং তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। ইসলামে মৌলিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে এ কাজ আঞ্জাম দেয়া সরকারের দায়িত্ব।

Bibliography

Al Qur'ān Al Karīm

Abū Dāwūd, Sulaimān Ibn Al 'Asha'th Ibn Isḥāq Al-Azdī Al-Sijistānī. 2009. *Sunan Abī Dāwūd*. Ed: Shu'aib Al Arnaūṭ. Bairūt: Dār Al Risālah Al 'Ālamiyyah

Al 'Abadrī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Yusuf. 1398H. *Al Tāj Wa Al Iklīl Li Mukhtaṣar Khalīl.* Bairūt: Dār Al-Fikr

Al Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā Ibn Sharaf. 1405H. *Rawḍat Al-Ṭālibīn.* Lebanon: Al Maktab Al Islāmī

Al Ramlī, Abū Al ‘Abbās Aḥmad Ibn Hamzah Al Ramlī. 1368H. *Nihāyat Al Muḥtāj Iā Sharḥ Al Minhāj.* Al Qāhirah: Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalabī

Al ‘Asqalānī, Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn-Ḥazar. 1421H. *Fatḥ Al-Bārī Fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* . Riyād: Dār Al Salam

Al Bājī , Abū Al-Walīd Sulaimān Ibn Khalaf. ND. *Al Muntaqā Sharḥ Al Muwaṭṭa*. Bairūt: Dār Al-Kitāb Al ‘Arabī.

Al Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā‘īl. 1407H. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*. Bairūt: Dāru Ibn Kathir

- 2015. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh

Al Dārimī , Abū Muḥammad ‘Abd Allāh Ibn ‘Abd Al Raḥmān. Nd. *Al Sunan*. Al Qāhirah: Dār Al Wafā

Al Muttaqī, ‘Alā Al Dīn ‘Alī Ibn Ḥusām Al Hindī. 2010. *Kanz Al ‘Ummāl Fī Sunan Al Aqwāl Wa Al Af‘āl.* Bairūt: Dār al Kutub Al Islāmī

Al Kasānī, ‘Ala‘ Al Dīn Abū Bakr Ibn Mas‘ūd. 1424H. *Badai‘i Al Ṣanāi‘i Fī Tartīb Al Sharāi‘i*. Bairūt : Dār Al-Fikr

Al Kattānī, Muḥammad ‘Abd Al Ḥai Ibn ‘Abd Al Kabīr. ND. Niẓām Al Ḥukumah Al Nabawiyyah. Bairūt: Dār Al Kutub Al ‘Arabī

Al Marghīnānī, Burhān Al Dīn Abū Al Ḥasan. ND. *Al Hidāyah.* Bairūt: Dār Iḥyā Al Turāth Al ‘Arabī

Al Māwardī, ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn Ḥabīb. 1427H. *Al Aḥkām Al Sulṭāniyyah*. Al Qāhirah: Dārul Ḥadīth

Al Qarḍāwī, Yūsuf. 1997. *Al Ḥalāl Wal Ḥarām Fil Islām.* Al Qāhirah: Maktabah Wahbah.

Al Qurṭubī , Abū ʿAbdullāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr Al-Anṣārī. 1372H. *Al-Jāmi‘ Li Aḥkām Al-Qur’ān*. Al Qāhirah: Dār Al Shābb

Al Shawkānī, Muḥammad Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad. 1420H. *Nayl Al Awṭār Min Asrār Al Muntaqā Al Akhbār*. Bairūt: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī

-1973. *Nayl Al Awṭār Min Asrār Al Muntaqā Al Akhbār*. Bairūt: Dār Al Jīl

Al Shirbīnī, Shams Al Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad Al Khaṭīb. ND. *Mughnī Al Muḥtāj.* Riyaḍ: Al Maktaba Al Islāmiyyah

Ibn Al ‘Uthaymīn, Muḥammad. 1433H. *Al Sharḥ Al Mumti‘ ‘Alā Zād Al Mustaqni‘.* Al Qāhirah: Dār Ibn Al Jawzī

Al Zaila‘ī, ‘Uthmān Ibn ‘Alī. ND. *Tabyīn Al Ḥaqāiq Sharḥ Kanz Al Daqāiq.* Bairūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah

Al Zuḥailī, Wahbah Muṣṭafā. 2015. Al Fiqh Al Islāmī Wa Adillatuh. Bairūt: Dār Al Fikr

Al Buhūtī, Manṣūr Ibn Yūnus Al Buhūtī. 1402H. *Kashshāf Al-Qinā‘ ‘An Matn Al-Iqnā‘*. Bairūt: Dār Al-Fikr

Hossain, A. B. M. Hossain. 1983. *Commercial Laws In Islam.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh

Ibn Ḥanbal, Abū ‘Abd Allāh Aḥmad Ibn Muḥammad. ND. *Musnad Aḥmad.* Miṣr: Muassasah Qurṭuba

Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn Ibn ʿUmar. 1405H. *Radd Al Muḥtār ‘Alā Al Durr Al Mukhtār*. Bairūt: Dār Al Fikr

Ibn ʿAbd Al Barr, Yūsuf Ibn ʿAbd Allāh Ibn Muḥammad. 1400H. *Al-Kāfī Fī Fiqh Ahl Al Madīna*. Riyāḍ: Maktaba Al Riyāḍ Al Ḥadīthī

-ND. *Al Istī‘āb fī Ma‘rifat Al Aṣḥāb.* Al Qāhirah: Maktaba Nahda

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad. ND. *Al Muḥallā.* Bairūt: Iḥyā Al Turāth Al ‘Arabī

Ibn Ḥibbān, Muḥammad. ND. *Al Thiqāt.* Bairūt: Dār Al Fikr

Ibn Mājah, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Yazīd. 1418H. *SunaIbn Mājah*. Bairūt: Dār Al-Fikr

Ibn Mufliḥ, Shams Al Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad. 1424H. *Kitāb Al furū‘.* Bairūt: Muassasah Al Risālah

Ibn Al Qayyim, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb. ND. *At Turuq Al Ḥukmiyah Fil Siyāsah Al Shar‘iyyah.* Bairūt: Dār Al Ṣadr

Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh Ibn Aḥmad Al Maqdisī. ND. *Al Mughnī*. Bairūt: Dār Al Fikr

Ibn Taimiyya, Taqī Al Dīn ‘Aḥmad Ibn ‘Abd Al Ḥalīm Al Ḥarrānī. 1426H. *Majmū‘ Al Fatāwā*. Al Qāhirah: Dār Al Wafā

-1416H. *Al Ḥisbah Fil Islām.* Kuwait: Jāmi‘yyah Iḥyā Al Turāth Al Islāmī

Mālik, Ibn Anas Al Aṣbaḥī. 1413H. *Al Muwaṭṭa.* Dimashq: Dār Al Qalam

Muslim, Abū Al Ḥusain Muslim Ibn Al Ḥajjāj Al Qushairī. ND. *Ṣaḥīḥ.* Bairūt: Dār Iḥyā Al Turāth Al ‘Arabī

Shaikh Zādah, ‘Abd Al Raḥmān Ibn Muḥammad. ND. *Majma‘ Al Anḥur Fi Sharḥ Multaqā Al Abḥur*. Bairūt: Dār Iḥyā Al Turāth Al ‘Arabī

‘Uthmānī, Muḥammad Taqī. 1992. *Takmilah Fatḥ Al Mulhim.* Karachi: Dārul ‘Ulūm

Prothom Alo. May 10. 2019. www.prothomalo.com/bangladesh/‘চাঁদাবাজি-কমলে-মাংসের-দাম-কমে-আসবে’